দৈনিক
ইত্তেফাক

17

তারিখ 21 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ঠাকুরগাঁও জেলা গণশিক্ষা কার্যক্রমে অচলাবস্থা

ঠাকুরগাঁও সংবাদদাতা ॥ ঠাকুরগাঁও জেলার গণশিক্ষা কেন্দ্রে অচলাবস্থা দেখা দেওয়ায় গণশিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। এই সমস্ত কেন্দ্রের শিক্ষক, কর্মচারী ও সুপারভাইজারগণ নিয়মিত বেতনভাতা পাইতেছেন না। বাস্তবায়নকারী সংস্থার শিক্ষকেরাও বেতন পাইতেছেন না।

উক্ত কর্মসূচী সফল করার জন্য জেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা জেলা কো-অর্ডিনেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী কামাল আহম্মদ নামে একজন কর্মকর্তা এই দায়িত্ব পালনের জন্য এখানে আসেন। কিছুদিন পরে তিনি অন্যত্র বদলি হইলে ঐ পদে আর কেহ এখানে আসেন নাই। পঞ্চগড় জেলা কো-অর্ডিনেটর বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন। বস্তুতঃ তিনি মাসে মাত্র ২/৩ দিন ঠাকুরগাঁও

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

ঠাকুরগাঁও জেলা গণশিক্ষা

(৩য় পৃঃ পর)

আসেন ও বিভিন্ন নথি স্বাক্ষর করিয়া চলিয়া যান।

এখানকার জেলা অফিসে বর্তমানে একজন মহিলা টাইপিষ্ট ছাড়া অন্য কোন ষ্টাফ নাই। ফলে মাঠ পর্যায়ে গণশিক্ষা কার্যক্রম স্থবির অবস্থায় রহিয়াছে। ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানায় ১৯৯৪ সাল হইতে উক্ত কার্যক্রম শুরু করা হইলেও কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে এই কার্যক্রমের অন্যতম দাবীদার এনজিওগুলি বড় বড় সাইন বোর্ড টাঙ্গাইয়া ও প্রচারকার্য চালাইয়া কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে।

জানা যায়, প্রথমে ৪০ জন শিক্ষক সরকারীভাবে নিয়োগ করা হয়। এক প্রতিবেদনে দেখা গিয়াছে, শিক্ষকেরা এক বৎসরে ১৬০০ জনকে সাক্ষর করাতে সক্ষম হয়। আর ইহার জন্য সরকারীভাবে খরচ দেখানো হইয়াছে ২০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মাত্র ১ জনকে স্বাক্ষর দান করাইতে খরচ হইয়াছে ১ হাজার ২৫০ টাকা। ফলে মাঝপথেই এই কার্যক্রম বন্ধ হইয়া যায়। পরে ৩টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমাজ উন্নয়ন সমিতি, দীপ শিখা ও ইএসডিও (ইকো সোসাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন) উক্ত গণশিক্ষা কার্যক্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সমাজ উন্নয়ন সমিতি সদর থানার সালন্দর ইউনিয়নে ৩০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৯০০ জনকে স্বাক্ষরদান করান। কিন্তু পরে তহবিল বরাদ্দ না পাওয়ায় তাহাদের কার্যক্রমও বন্ধ। এই সমিতির ৩০ জন শিক্ষকও এখন বেকার। দীপশিখার অবস্থাও অনুরূপ। ১২০টি কেন্দ্র চালুর পরিকল্পনা থাকিলেও ৭৫টি কেন্দ্র খোলা হয়। পরে এই কেন্দ্রের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৪৫টিতে দাঁড়ায়। ৬৭৫ জন শিক্ষার্থী দীপশিখার হাতে রহিয়াছে। অর্থের জোগান না থাকায় এই কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছে। ইএসডিও আকচা ও রুহিয়া ইউনিয়নে ৩৪৫টি কেন্দ্র চালু করিয়াছে ও ১০ হাজার ৩৫০জন শিক্ষার্থীর তালিকা তৈরী করিয়াছে এবং সাক্ষরদানের কাজ শুরু করিয়াছে। এই ৩টি প্রতিষ্ঠান ১৯৯৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খরচ করিয়াছে ২১ লক্ষ টাকা। ইহার পরের হিসাব সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয় নাই।

বিভিন্নস্থানে দেখা যায়। জেলার অধিকাংশ গণশিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ। যেগুলি খোলা সেগুলিতে কোন কাজ হইতেছে না। শিক্ষক ও সুপারভাইজারগণ বেতন না পাইয়া কাজ করিতেছেন না।